ঝাড়গ্রামের বেলপাহাড়িতে থিমের সরস্বতী পুজো

সমীর মাহাতো, ঝাড়গ্রাম: বেলপাহাড়ির জাগরণী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এবারে উড়ন্ত সরস্বতীর প্রতিমা। এই বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ২০০৯ সাল থেকে বিভিন্ন থিমে পুজো হচ্ছে।

প্রতিমা মাটির হলেও হাঁসের ডানা তৈরি তুলো দিয়ে। মূর্তির মধ্যে বৈদ্যুতিক মোটর সংযুক্ত রয়েছে। তার সাহায্যে প্যান্ডেলের মধ্যে আকাশে ভাসমান সরস্বতী দেখা যাবে এখানে। পুজোর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে এখানে হাজির থাকবেন আবৃত্তি ও নাট্য ব্যক্তিত্ব আরণ্যক বসু ও জি বাংলার কোরিওগ্রাফি মি. রাজু। পাশাপাশি বেলপাহাড়ির নেক্সট জেনারেশন ক্লাব তাদের চতুর্থ বর্ষে এবারে সরস্বতী পুজোর থিমে রেখেছে সেফ ড্রাইব সেভ লাইফ। দুটো স্থানেই পুজোর প্রস্তুতি তুঙ্গে।

বিগত ৩০ বছরের ঐতিহ্য

মেলার মাধ্যমে এগরার সাংস্কৃতিক বিকাশ ঘটিয়েছেন আয়োজকরা : শিশির

বিনোদ মণ্ডল, এগরা: মেলা শুধু একজনের সঙ্গে অপরজনের যোগাযোগ, সম্পর্ককে আরও দৃঢ় করে। এলাকার সাংস্কৃতিক পরিবেশের বিকাশেও সাহায্য করে। আর এগরা মেলা বিগত তিন দশক ধরে এলাকার সাংস্কৃতিক পরিবেশ বিকাশে সেই কাজ করে চলেছে নিষ্ঠার সঙ্গে। মঙ্গলবার এগরা হাইস্কুলের খেলার মাঠে প্রদীপ প্রজ্বলন করে ৩১তম এগরা মেলার উদ্বোধন করে বলেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয়মন্ত্রী তথা কাঁথির সাংসদ শিশির অধিকারী। সভায় পৌরোহিত্য করেন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী প্রবোধ চন্দ্র সিন্‌হা। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তমলুকের সাংসদ দিব্যেন্দু অধিকারী, এগরার বিধায়ক সমরেশ দাস, এগরার পুর প্রধান শংকর বেরা, পূর্ব, মেদিনীপুর জেলা পরিষদের সভাধিপতি মধুরিমা মণ্ডল, এগরা মেলার সম্পাদক মৃন্ময় মিশ্র প্রমুখ।

কাঁথির সাংসদ শিশির অধিকারী বলেন, এক মানুষের সঙ্গে অপরজনের সম্পর্ককে আরও সুদৃঢ় করে। বলেন, দেশের মধ্যে অতি সাম্প্রতিককালে একটা অদ্ভুত পরিবেশ তৈরি হয়েছে। সেই পরিবেশকে কাটিয়ে তুলতে আমাদের আরও বেশি করে একে অপরের সঙ্গে মিলিত হওয়ার প্রয়োজন। শিশিরবাবু বলেন, মেলার মাধ্যমে সেই সম্পর্কে স্থাপন অনেক সহজ হয় বলে এই মেলার মাধ্যমে এলাকার মানুষের মননের, সাংস্কৃতির বিকাশ ঘটে। বিগত ৩০-৩১টা বছর ধরে এগরার মানুষের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বোধ বাড়িয়ে তোলার পাশাপাশি সাংস্কৃতিক বিকাশেও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে। মেলার স্মরণিকার উদ্বোধন করে তমলুকের সাংসদ দিব্যেন্দু অধিকারী বলেন, রাজনীতি রাজনীতির জায়গায়। বছরের বাকি সময়টা আমাদের আরও বেশি করে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হতে হবে সুস্থ সমাজের কারণে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সুস্থ-স্বাভাবিক সমাজ তুলে দেওয়ার জন্য। বলেন, এখন এগরায় একটা থেকে বেড়ে দুটো মেলা হয়েছে। আর তার থেকে প্রমাণ হচ্ছে মানুষ আরও বেশি করে এলাকার সাংস্কৃতিক বিকাশে এগিয়ে এসেছেন। নিজেদের মধ্যে সম্পর্কের সুতোর বাঁধন আরও শক্ত করেছেন। এগরা মেলার সহ সভাপতি জয়ন্ত সাহু জানিয়েছেন, ১০ দিন ধরে চলবে মেলা।

বলেন, মেলায় যেমন বিভিন্ন স্টলের পসরা আছে। তেমনি স্থানীয় ও বহিরাগতদের নিয়ে প্রতিদিন নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়েছে দর্শকদের মনোরঞ্জনের জন্য।

সরস্বতী পুজোয় মাতল হলদিয়াবাসী

নিজস্ব সংবাদদাতা, হলদিয়া: সরস্বতী পুজা ধূমধামের সঙ্গে হলদিয়ার দেবীবন্দনা শুরু হয়েছে। হলদিয়া পুরসভার ১৪ নং ওয়ার্ডে শোলাট গ্রামের পুজো আমরা সবাই ২৫ তম, আদর্শ ক্লাবের ৫৬ তম, ক্রীড়া অনুরাগী পুজো ৩৫ তম ও মহেন্দ্র বালিকা বিদ্যালয়ে পুজোকে সামনে রেখে। ছাত্র-ছাত্রীরা নাটকও সাংস্কৃতি প্রতিযোগিতা। ছাত্র-ছাত্রীরা যেমন আনন্দে মেতে উঠবে। আগের দিন প্রধান শিক্ষক আশিস পাত্রকে বিদায় জানাতে স্কুলে ছাত্র-ছাত্রীসহ প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রী এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যান মানস দাসসহ অবিভাবক উপস্থিত ছিলেন। চোখের জলে বিদায় জানালেন তাদের প্রিয় শিক্ষককে। ইতিমধ্যে হলদিয়া পুরসভার বৃত্তি পরীক্ষায় চকদ্বীপা হাইস্কুলে প্রথম ৪টি পুরস্কার পেয়েছে। একদিকে বিদায় জানাতে হচ্ছে প্রিয় শিক্ষককে আর বিদ্যার দেবী সরস্বতী পুজোয় মাতল ছাত্র-ছাত্রীরা। ভবানীপুর থানা শোলাট গ্রাম বিদ্যা গ্রাম নামে পরিচিত। তেমনি নন্দরামপুর গ্রামেও ছোট-বড় মিলে ১৫টি পুজো হচ্ছে। বিগ বাজেটর প্রতিটি পুজো ৩-৫ লক্ষ টাকর মতো। চৈতন্যপুর সংস্কৃত স্টাডি সেন্ট্রারের পুজো ১৫তম বর্ষে হলদিয়া ফুলে বাজার আগুন গাদা ছিল ৩০ হয়েছে ৮০ কেজি। সবজি ফুলকপি ছিল ১০ হয়েছে ২৫-৩০ টাকা শাক আলু ২০ হয়েছে ৬০-৭০ টাকা। বাজার আগুন। হলেও শিল্পশহর হলদিয়া বাণী বন্দনায় মেতেছে। রয়েছে চন্দননগরের আলো সব মিলে জমজমাট হলদিয়ার সরস্বতী পুজো।

রেয়াপাড়া নবীন সংঘ নিজেরাই নিজেদের মতো করে প্রত্যেক বছর তাদের নতুন চিন্তাভাবনায় মণ্ডপ তৈরি করে থাকে। ২৬ হাজার কফি কাপ দিয়ে তৈরি করা হচ্ছে মণ্ডপ। মণ্ডপ প্রস্তুতকারক সংঘেরই সদস্য একাঙ্ক জানা।

মেদিনীপুর শহরের কলেজ স্কোয়ারে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরাই হয়ে উঠেছেন সরস্বতী পুজোর থিম।

প্রতিবেশীর শিশুকন্যাকে যৌন হেনস্থা, দশ বছরের কারাদণ্ড যুবকের

নিজস্ব সংবাদদাতা, তমলুক: প্রতিবেশীর চার বছরের শিশুকন্যাকে যৌন হেনস্থা করার অভিযোগে এক যুবককে দশ বছরের কারাদণ্ডের নির্দেশ দিল পূর্ব মেদিনীপুর জেলা আদালত। পাশাপাশি হেনস্থার শিকার শিশুকন্যাকে ২০ হাজার টাকা কম্পেনসেশান দেওয়ারা জন্য সাজাপ্রাপ্ত যুবক কৃষ্ণকান্ত মণ্ডলকে নির্দেশ দিয়েছে আদালত। মামলার সরকারি আইনজীবী শত্রুঘ্ন জানা জানিয়েছেন, গত ২০১৪ সালের ২০ জানুয়ারি ঘটনাটি ঘটে কাঁথি থানার উত্তর আমতলিয়া গ্রামে। সরকারি আইনজীবী জানিয়েছেন, এদিন সন্ধ্যায় ঘরে রান্না করছিলেন মাধুরী মণ্ডল। বাড়িতে আর কেউ ছিল না। আইনজীবী শত্রুঘ্নবাবু জানিয়েছেন, বাড়ির দাওয়ায় বসে কান্নাকাটি করছিল চার বছরের শিশুকন্যা। আইনজীবী জানিয়েছেন এই সময় সেখান দিয়ে যাচ্ছিল প্রতিবেশী যুবক কৃষ্ণকান্ত মণ্ডল। শিশুটিকে কান্না থামানোর নাম করে কোলে তুলে নেয় কৃষ্ণকান্ত। অভিযোগ এরপরেই কান্না থামানোর বাহানায় শিশুটি যৌন হেনস্তা করে। ইতিমধ্যে বাচ্চার কান্না আরও বেড়ে যাওয়ায় ঘটনাস্থলে দৌড়ে আসেন মাধুরী দেবী। অভিযোগ, ঘটনাটি মাধুরী দেবীর নজরে পড়ে যাওয়ার শিশুকন্যাকে বাড়ির দাওয়ায় ফেলে ছুটে পালিয়ে যায় অভিযুক্ত যুবক। বিবাহিত যুবক কৃষ্ণকান্তের এই ন্যক্কারজনক ঘটনা প্রতিবেশীদের জানান মাধুরী দেবী। এরপরেই থানায় অভিযোগ দায়ের হয়। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার তমলুক আদালতের অতিরিক্ত সেশন জজ দ্বিতীয় আদালত সঞ্চিতা সরকার মঙ্গলবার অভিযুক্তকে ১০ বছর কারাদণ্ডের নির্দেশ দেন। জানা গেছে, এই ঘটনায় ১৩ জনের সাক্ষ্য গ্রহণ করেছে আদালত।

অতিরিক্ত পণের লোভে নব বিবাহিতাকে খুন করে পালাল স্বামী

নিজস্ব সংবাদদাতা, ভগবানপুর: অতিরিক্ত পণের দাবিতে নববিবাহিতার ওপর লাগাতার অত্যাচার করেও দাবি পূরণ না হওয়ায় স্ত্রীকে বিষ খাইয়ে খুন করে পালাল স্বামী। অভিযুক্ত স্বামী মেদিনীপুর জেলার ভগবানপুর থানার আমড়াতলা গ্রামে। জানা গেছে, ছয়-সাত মাস আগে অমরেশের সঙ্গে বিয়ে হয় বৈশাখীর (১৯)। অভিযোগ বিয়ের পর থেকেই অতিরিক্ত পণের দাবিতে বৈশাখীর উপর অত্যাচার চালাতো তার স্বামী সহ শ্বশুর বাড়ির লোকেরা। মৃতার মা মামনি পাখিরা অভিযোগ করেছেন, অতিরিক্ত পণ নিয়ে অত্যাচারের বিষয়ে কয়েকবার সালিসি সভা হয়েছে। প্রতিবার ভুল স্বীকার করেছে মেয়ের শ্বশুর বাড়ির লোকেরা। জানিয়েছেন, সোমবার রাতে জামাই অমরেশ হাজরা ফোন করে বলে তাঁর মেয়ে বিষ খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছে। অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাঁকে তমলুক জেলা হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছে। মামনি দেবী জানিয়েছেন, তড়িঘড়ি করে তাঁরা তমলুক হাসপাতালে এসে দেখেন মেয়ে বৈশাখীর মৃতদেহ পড়ে আছে। শ্বশুর বাড়ির লোকেরা পলাতক। তিনি অভিযোগ করেছেন, তাঁর মেয়েকে মারধর করে মেরে ফেলেছে জামাই সহ তার পরিবারের লোকেরা। পরে মুখে বিষ ঢেলে দিয়ে ঘটনাটিকে আত্মহত্যা বলে চালানোর চেষ্টা করছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

পরিবহণ মন্ত্রীর উদ্যোগে গড়বেতা-কলকাতা রুটে বাস পরিষেবা

শুভ ভট্টাচার্য, গড়বেতা: পরিবহণ মন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর প্রচেষ্টায় গড়বেতা থেকে কলকাতা সরকারি বাস পরিষেবা শুরু হল। দক্ষিণবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার একটি বাস প্রতিদিন চলাচল করবে গড়বেতা-কলকাতা রুটে। মঙ্গলবার গড়বেতায় পতাকা নাড়িয়ে এই সরকারি বাস পরিষেবার সূচনা করেন গড়বেতার বিধায়ক আশিস চক্রবর্তী। ছিলেন পরিবহণ সংস্থার বেলঘরিয়া ডিপোর দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসার সজল রায়, রঞ্জিত রায়চৌধুরি, উজ্জ্বল গাঙ্গুলি প্রমুখ। প্রতিদিন ভোর ৪-৪০-এ গড়বেতায় ছেড়ে কলকাতা পৌঁছাবে সকাল সাড়ে ৮টায়, আবার বিকেল সাড়ে ৫ টায় কলকাতা ছেড়ে ফের গড়বেতায় ফিরে আসবে রাত ১০ টায়। গড়বেতা-কলকাতা বাস ভাড়া ১১৫ টাকা। এদিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গড়বেতা ১ নং ব্লকের বিডিও বিমল শর্মা, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি লিপিকা পিরি, সহ সভাপতি সেবাব্রত ঘোষ, অসীম ওঝা, রমাপ্রসাদ তেওয়ারি, অসীম সিংহ, ফারুখ মহম্মদ প্রমুখ। গড়বেতা থেকে সরাসরি কলকাতা যাওয়ার সরকারি বাস পরিষেবা শুরু হওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করেছেন গড়বেতাবাসী। এতদিন গড়বেতার মানুষ বিভিন্ন কাজে সকালে কলকাতা যাওয়ার একমাত্র মাধ্যম ছিল ট্রেনে। সেই ট্রেন গিয়ে কাজ সেরে ফিরে আসায় বিরাট অসুবিধায় পড়তে হত গড়বেতা বাসীদের। তাই দাবি উঠেছিল গড়বেতা থেকে খুব ভোরে সরকারি বাস চালানোর। বিধায়ক আশিস চক্রবর্তীর মাধ্যমে সেই দাবি পৌঁছে গিয়েছিল রাজ্যের পরিবহণ মন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর কাছে। সেই দাবি পূরণ হওয়ায় খুশি গড়বেতার বহু বাসিন্দা।

সুবিচারের দাবিতে জেলা শাসকের দরবারে কেবল অপারেটর্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন

সন্দিপ গুড়িয়া, তমলুক: এবার সুবিচারের দাবিতে পথে নামলেন কেবল পরিষেবা প্রদানকারী ব্যবসায়ীরা। পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর কেবল অপারেটর্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের তরফ থেকে মঙ্গলবার পূর্ব মেদিনীপুরের জেলাশাসক ও পুলিশ সুপারের কাছে একটি ডেপুটেশন দেওয়া হয়। তাঁদের অভিযোগ, একদল অসাধু কেবল ব্যবসায়ীর অপরাধমূলক কাজকর্মের জেরে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বৈধ ব্যবসায়ীদের পরিষেবা। এ বিষয়ে একাধিকবার বিভিন্ন মহলে জানিয়েও কোনও ফল হয়নি। তাই জেলা পুলিশ প্রশাসনের শরণাপন্ন হয়েছেন তাঁরা।

মঙ্গলবার দুপুর দুটো নাগাদ তমলুকের রাজ ময়দানে জমায়েত হন সংস্থার প্রায় হাজার খানেক সদস্য। মিছিল করে প্রথমে জেলা প্রশাসনিক ভবনে যাওয়া হয়। সংস্থার তরফে একটি প্রতিনিধিদল জেলাশাসকের কাছে তাদের দাবিগুলি পেশ করে। এরপর ফের মিছিল করেই যাওয়া হয় পুলিশ সুপারের দফতরে। পুলিশ প্রশাসনের তরফ থেকে অভিযোগগুলি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। সংস্থার সম্পাদক নিমাই দাস জানিয়েছেন, টেলিকম ডিসপিউটস্ সেটলমেন্ট-এর তরফ থেকে ইতিমধ্যে কেবল পরিষেবাকে প্রয়োজনীয় পরিষেবা হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। কিছু অসাধু ব্যবসায়ীর কৃতকর্মের জন্য সেই পরিষেবা বার বার বিঘ্নিত হচ্ছে। ফলে গ্রাহকদের ক্ষোভের মুখে পড়তে হচ্ছে বৈধ ব্যবসায়ীদের। মার খাচ্ছে বৈধ ব্যবসায়ীদের ব্যবসা। তাই রুটিরুজি বাঁচাতেই এত মানুষের সমাগম। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সুবিচার চাই, না পেলে আমরা বৃহত্তর আন্দোলনে নামতে বাধ্য হব।

নন্দীগ্রামের ৫৭ যুগলের গণবিবাহ

নিজস্ব সংবাদদাতা, নন্দীগ্রাম: শৈশবে বাবা ও মাকে হারিয়ে এক মুসলমান বাড়ির মেয়ে বড় হয়েছিল এক হিন্দু পরিবারে। পালিত দরিদ্র বাবা গণ বিবাহ বাসরে এক মুসলিম পাত্র হাতে তুলে দিলেন তাঁর পালিত কন্যা করিণাকে। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির নজির সৃষ্টি হল নন্দীগ্রামের গণবিবাহের আসরে। করিমা সর্দার (১৯) ও জহিদুর সর্দার (২৩) পালিত পিতার নাম কৃষ্ণচন্দ্র মণ্ডল। বাড়ি দক্ষিণ ২৪ পরগনা। নন্দীগ্রামের বিধায়ক তথা রাজ্যের পরিবহণ মন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর অনুমতি পাওয়ার পর আনুষ্ঠানিক গণবিবাহ শুরু হয়।

মন্ত্রী আশীর্বাদ করেন হিন্দু ৩৯ ও মুসলিম ১৮ মোট ৫৭ যুগলবন্দিকে। আলোর বন্যায়, আতসবাজির শব্দে, সানাইয়ের সুরে উত্তাল হল। এই গণবিবাহ দেখতে ধর্মের ভেদভেদ ভুলে হাজার হাজার মানুষের ভিড় জমেছিল। মন্ত্রী শুভেন্দু ছাড়াও বিবাহ বাসরে এদিন উপস্থিত ছিলেন পূর্ব মেদিনীপুরের জেলাশাসক ড. রশ্মি কমল, সভাধিপতি মধুরিমা মণ্ডল প্রমুখ, বিশিষ্ট শিল্পপতি, এসপি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ।

মন্ত্রী এদিন বলেন, নন্দীগ্রাম সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এক পীঠস্থান। নন্দীগ্রামে কয়েক বছর ধরে এই মহতী অনুষ্ঠানে তিনি প্রতি বছর উপস্থিত থাকেন। এর আগে যাদের গণবিবাহ হয়েছে তারা সবাই সুখেই দিন কাটাচ্ছেন। অশান্তির কোনও অভিযোগই নেই বলে জানান। তিনি আরও বলেন, এদিনের গণবিবাহের নবদম্পতিরা শান্তিতেই জীবন কাটাবেন এই আশা প্রকাশ করেন। মন্ত্রী কিছু উপহারও তাঁদের হাতে তুলে দেন। সাইকেল, ঘড়ি, খাট, বিছানা ও একটি সোনার অলঙ্কার প্রদান করা হয়।